

তারিখ: ২০/০২/২০২৫ ইং

বরাবর,

হোস্টেল ম্যানেজার,

ইব্রাহিম হোস্টেল, বাড়েরা, সদর ময়মনসিংহ।

বিষয়: **নামাজের রুমের ব্যবস্থার জন্য বিশেষ অনুরোধ।**

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম, প্রিয় মামা আশা করি ভালোই আছেন। আমরা আপনার হোস্টেল থেকে বলছি, আলহামদুলিল্লাহ, এই হোস্টেলের প্রায় সবাই মোটামুটি নামাজ পড়ে, সাথে একটা দ্বীনি পরিবেশের মধ্যে আছে, যারা নতুন আসছে তারাও ইনগেজ হয়ে যাচ্ছে, **এইটা খুবই ইমপ্রেসিব একটা বিষয়।** অনেক অভিভাবককে বলতে শোনেছি যে ছেলে কখনও শুক্রবার ছাড়া মাসজিদে যায় নি, ঐ ছেলে এখন এক ওয়াক্ত নামাজও কাজা করতে ভয় পায়, কলেজে আসার পর অল্প কয়েকদিন শুধু এই হোস্টেলে থাকতেই তাদের কত বিশাল পরিবর্তন, ভাবতেও অবাক লাগে! **মামা কিছু অভিভাবককে** বলতে শুনেছি মাসজিদটা একটু দূরে হওয়ায় আসা-যাওয়া করতে একটু সময় বেশি লাগবে, এইজন্য হোস্টেল ছেড়ে চলে যান অন্য হোস্টেলে। তারা বলেন যে, সব হোস্টেলেই তো নামাজের ব্যবস্থা আছে এখানে নাই কেন ইত্যাদি ইত্যাদি। মামা কিছুদিন আগেও আপনাকে আমরা বলেছিলাম যে হোস্টেলে প্রতি শনিবারে একটা তালিমের ব্যবস্থা করতে, আলহামদুলিল্লাহ আপনি এটা শুধু অনুমতিই দেন নাই বরং অনেক সাহায্যও করেছেন, এটার মাধ্যমে আমরা যে কি উপকার পাচ্ছি, তা বলে শেষ করতে পারবো না। বড় বড় **মুরুব্বী** আসছেন, ঐদিন তো দেখলেন **বিদেশ** থেকে এক বড় ভাই আসলো, আবার ঐদিন **ফিলিস্তিন** থেকে এক **ডাক্তার** ভাই এসেছিল, বয়ান করেছিল, এই কাজের অনেক প্রশংসা করেছিল। মামা একটা নামাজের রুমের ব্যবস্থা হয়ে গেলে, ওই **শনিবারের তালিম এবং নামাজ দুইটা এক জায়গায় হবে**, তখন ঐ স্কুলের মক্তব না হলেও চলবে, ইনশাআল্লাহ। মামা অনেকে সব সময় মসজিদে যাইতে পারি না, প্রাইভেট থাকে, কোচিং থাকে যখন আমাদের এগুলো শেষ হবে তখন ওই নামাজের রুমে গিয়ে নামাজটা পড়ে নিলাম, জামাতটাও হয়ে গেল, দ্বীনি কিছু বই কিতাব ওইখানে থাকবে, যখন মন চাইবে গিয়ে পড়তে পারবে, **তাছাড়া সামনে রমজান আসতেছে**, ইফতার করে যাইতে যাইতে মাসজিদে নামাজ প্রায় শেষ হয়ে যায়, ইফতার করার পর আমরা হোস্টেলেই **একসাথে সবাই জামাত পড়ে নিলাম।** মামা দেখেন সব হোস্টেলেই প্রায় একটা করে নামাজের নির্দিষ্ট জায়গা থাকে, যা আমাদের নাই। নিচে যেটাতে নামাজ পড়ি, ওইটা তো সবসময় পাক থাকে না, তাছাড়া ওই রুমে আরো ছবি আছে, একজন টিচার বলছে যে এখানে নামাজ না পড়তে। মামা এখন তো নতুন করে কোন জায়গা তৈরি করা সম্ভবও না, পড়ে যখন হবে তখন করা যেতে পারে। মামা আপনার কাছে আমাদের সবার একটা রিকোয়েস্ট, এখন **আপাতত ২০৮ নাম্বার রুমকে নামাজের রুম** হিসেবে ব্যবহার করতে দিলে আমরা খুবই উপকৃত হবো। ইনশাআল্লাহ, আমাদের ফিরিয়ে দিয়েন না মামা। সাথে একটা কার্পেটের ব্যবস্থা, আপাতত প্রথম কাতারের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

জাযাকাল্লাহ খাইরান।

বিনীত,

ইব্রাহিম হোস্টেলের সকল ছাত্রের পক্ষে,

সাজল ভাই (চাকুরীজীবী), কাউছার ভাই, রকিবুল,

মোখলেছ, রিফাত, মাহিম, অনিক, মেহরাব, রুবাব, ওমর, শান্ত, শাহাদাত, জাহিদ।